* * * * * * * * * * *

পাঁচ ॥ নেবুর পাতায় করমচা

* * * * * * * * * * *

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনের বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলা পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধুলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাড়ির বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল। অপুও দিদির পিছু-পিছু ছুটিল! দুর্গা ছুটিতে-ছুটিতে বলিল—শিগ্‌গির ছোট্, তুই বরং সিঁদুর কৌটো তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখী তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো।

ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড়-বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া-নেড়া দেখাইতেছে। গাছে-গাছে সোঁ-সোঁ বোঁ-বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানের শুকনো ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুকুশিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওয়ালা শাদা-শাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না!

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

সোনামুখী তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি ওই একটা পড়লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি। চীৎকার যতটা করিতে লাগিল, তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোররবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না; যদি বা শোনা যায়, ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দ হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে পাইল দুটা। তাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ দিদি কত বড় দ্যাখ। ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু কুড়চ্ছে!

দল আসিয়া সোনামুখী তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এসেচ আম কুড়ুতে, সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচ? পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

—কুড়ুবে বই কি? ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না; কিন্তু সেদিন মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্কীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চলে। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলি তো? এখানকার চেয়েও বড়-বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়ুবো এখন—চলে আয়।

রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতু-দা! রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল কোন জায়গায় বড়-বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সল্‌তেখাগী তলায়?···কোন তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড়-বড় গাছ আছে—চল্।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা-মোটা অনেক কালের পুরনো গুলঞ্চ-লতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে; বড়-বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায়-পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নয়ই, তাহার উপর আবার ঝড়ো মেঘ এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভালো দেখা যায় না! তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু, বৃষ্টি এল।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—এবং একটু পরেই মোটা-মোটা ফোঁটায় চড়বড়্ করিয়া চারিদিকের গাছের পাতায়-পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই, এখানে বৃষ্টি পড়বে না। দেখিতে-দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাট্‌কা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যে নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বেশ বাড়িল। দুর্গা ও অপু যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না;

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

কিন্তু পুবে হাওয়ায় জলের ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি, বড্ড যে বৃষ্টি এল!

—তুই আমার কাছে আয়···দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে! বিষ্টি হল ভালোই হল—আমরা আবার সোনামুখীতলায় যাবো এখন, কেমন তো? দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,
হে বৃষ্টি ধরে যা—

ঝড়্—ঝড়্—ঝড়্—কড়াৎ···প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কি রে? রাম-রাম বল্—রাম-রাম-রাম-রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা···

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাজ পড়িতেছে না কি?···গাছের মাথায় বন-ধুঁদুলের ফল দুলিতেছে।

শীতে অপুর ঠক্‌ঠক্ করিয়া দাঁতে-দাঁত লাগিতেছিল। দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার-বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা···ভয়ে তাহারও স্বর কাঁপিতেছিল।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া-জমিয়া-যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্‌ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুর-ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ওদিকে? আশালতা বলিল—না খুড়ীমা,

Scanned with CamScanner

দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে ?···হাসিয়া বলিল—কি বেঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা !

—সেই ঝড়ের আগে দুজন বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর ফেরেনি ! এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হল, ও মা কোথায় গেল তবে ?

সর্বজয়া উদ্বিগ্নমনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় খিড়কি দরজা ঠেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে-আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে-পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে ! ভিজে যে সব একেবারে পান্তভাত হইচিস্ ? কোথায় ছিলি বিষ্টির সময় ?···ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি ! পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথায় পেলি রে দুগ্‌গা ?

অপু ও দুর্গা দুজনে চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ্ চুপ্ মা—সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল ; ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকেল গাছটা, ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজজেঠিমাও ঢুকলো ।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে, আমাকেও বোধ হয় দেখেচে···পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

তুমি বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রেখো, ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও, দোহাই ঠাকুর।

* * * * * * * * * *

ছয় ॥ গুরুমশাই

* * * * * * * * * *

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেতছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু ওঠ শিগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠ, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে, মা'র কথা শোনে না, ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে-বসে খেও এখন, ওঠ লক্ষ্মী মানিক!···মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ?···পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক-প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারি-জুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল। খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্খনো আর বাড়ি আসচিনে দেখো!

—ষাট্-ষাট্ বাড়ি আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই ছিঃ—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো; তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার! কোনো ভয় নেই। ওগো তুমি গুরুমশায়কে বলে দিও, যেন ওকে কিছু না বলে।

পাঠশালায় পেঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটির সময় আমি আবার এসে তোকে বাড়ি নিয়ে যাবো অপু। বসে-বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি করো না যেন।··· খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

পরে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব-লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়-বড় ছেলে আপন-আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে দেয়ালে ঠেস দিয়া আপন মনে পাত্‌তাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নিচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপি-চুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম; অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা—সঙ্গে-সঙ্গে তাহার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল, ও মাঝে-মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

অপু নিজের শ্লেটে বড়-বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল! কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফণে, শেলেটে ওসব কি হচ্ছেরে?...সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত। তিনি বলিলেন, এই সতে, ফণের শেলেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

—হুঁ এসব কি খেলা হচ্ছে শেলেটে ? সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে। কানে ধরে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে-পায়ে গুরু-মহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল ; সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক-ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরুমহাশয় বলিলেন—হাসে কে রে ? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা ? অ্যাঁ ? এটা নাট্যশালা নাকি ?

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে এসো তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল। কিন্তু ইট আনা হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়া হউক বা নতুন ভর্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথমে কি করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপ তুলিয়া বসিয়া-বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে-মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকার বর্ষারাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেউ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক-একদিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্ন্যাল মহাশয় দেশ-ভ্রমণ বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ! তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন; মনে হইতেছে সান্ন্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশি আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জন-প্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কী? সান্ন্যাল মহাশয় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ-ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেক দিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা ঠুক্‌ঠুক্ শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া সান্ন্যাল মহাশয় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে-কাটিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচো যে? ক'টা মাছ পড়লো?

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্ন্যাল মহাশয় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেখানে হাতখানেক জমি উৎসাহে সে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত—যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত!

এক-একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মহাশয় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।

কোন দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা, কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল! পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখান হইতে লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে! রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি? সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলডাঙ্গার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? একশো বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের উপর। জোয়ান বয়সেও আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না! একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েছে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাকদা থেকে গঙ্গাচান করে গরুর গাড়ি করে ফিরচি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি—গাড়িতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকেষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁখানা বসেছে—ওই বরাবর এসে হল কি জানো? জনা চারেক ষণ্ডামার্কো

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

গোছের মিশ্‌কালো লোক এসে গাড়ির পিছন দিকের বাঁশ দু'দিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি; এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্‌-পিট্‌ করে পিছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। তারাও বেশ এগিয়ে যাচ্চে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল, বাজার দেখা যাচ্ছে; তখন সেই লোক ক'জন বললে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েছে, আমরা বুঝতে

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বললে—সে হবে না ব্যাটারা ; আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দেবো। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বললে—আচ্ছা, যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিস নি! তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা! মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, অমনি ধরেই রয়েচে আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেচে গাড়ির সঙ্গে ; একেবারে পেরেক আঁটা হয়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা·

গল্প বলিতে-বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বন-

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

জঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের, জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে তালপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া—সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সেই গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজি মাটি দিয়া কাচা, সেলাই-করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে। তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম, চিক্কণ, সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে; তাহার ডাগর-ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এতটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়। এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি —তাহার শিশুমন থৈ পায় না!

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন, ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল, তুমি বরাবর সোজা যদি

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

ওপথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে। বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে, কত মোহর-ভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বন-ঝোপের নিচে, কচু ওল বন-কলমীর চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়!

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল। সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল 'শিশু-বোধক'। এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—দেখি, শেলেট নাও, শ্রুতিলিখন লেখ।

মুখে-মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না—মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী হইতে ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে-শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর-পর সে কখনো শোনে নাই। সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না; কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এই অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলী ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার-বার উঁকি মারিতে লাগিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলে-বেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখর-দেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়···পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া···' ইত্যাদি।

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে —তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়। সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দুধারে যে কত কি অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধব-পুর দশঘরা হয়ে সেই ধলাচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে। ধলাচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

দূরে গিয়াছে—রামায়ণ, মহাভারতের দেশে! সেই অশ্বত্থ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে তাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা!

শ্রুতিলিখন শুনিতে-শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ওই পথের ওধারে—অনেক দূরে—কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি? বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কত দূরে সেই প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে···

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

* * * * * * * * * * *

সাত ॥ আতুরী ডাইনি

* * * * * * * * * * *

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু? চাল-ভাজা আর ছোলা-ভাজা ভাজছি—বেরুস না যেন! এক্ষুনি খাবি।

অপু শুনিয়াও শুনিল না। যদিও সে চাল-ছোলা-ভাজা খাইতে ভালোবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

সে জানে ; তবুও সে কি করিতে পারে ? এতক্ষণ কি খেলাটাই না চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে ? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি ? ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের ! গরম-গরম খাবি, আমি ঘাট থেকে তাড়াতাড়ি এসে ভাজতে লাগলাম ! ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি ? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই ; তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল ! একটুখানি পরেই সে বলিল—বাড়ি চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ি চল।

ফিরিতে গিয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনো কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে ; এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

দিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কিরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে; উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একপাশে একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল। আতুরী ডাইনির বাড়ি! সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে, ওই উঠানের গাছ হইতে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিটা জেলেপাড়ার কোন এক জেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুপাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে-সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়? কে না জানে, সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছু জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে—আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে-শুনিতে সে বলিয়াছে—

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

রাত্তিরে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে—তুই সেই কুচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি!

ঝাপসা দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেহ আছে কিনা, এবং চাহিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল! বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনিই তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না!

আতুরী বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া, ভালো করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে-পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই। যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা যেন তাহার উপরই বেশি—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া বোধ হয় কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার ফল এইবার ফলিতে চলিল! সে

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে, ও বুড়িপিসি, আমি আর কিছু করবো না। আমাকে ছেড়ে দাও; আমি ইদিকে আর কক্ষনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও, ও বুড়িপিসি!

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা! মোরে ভয় কি? পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল—মুই কি ধরে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দেবানি, এস।

আমচুর!···ডাইনি বুড়ি ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি···! ডাইনিরা রাক্ষুসীরা যে এরকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এরকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে!

এখন সে করে কি!···উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি মোরে ও বাবা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

BanglaBook.org

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিতে আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পুরিল বলিয়া! সে আড়ষ্টকণ্ঠে দিশাহারাভাবে বলিয়া উঠিল—ও বুড়িপিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ

Scanned with CamScanner

আর কিছু বোলো না। আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া পাড়তে আসিনি—আমার মা কাঁদবে।

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ি, ঘর, দোর, গাছ-পালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া! কেহ কোনো দিকে নাই—কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রূরদৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ, আর বহুদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক।

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল। নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে-পিছনে।

ইহাদের এত ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?···

* * * * * * * * * *

আট ॥ রেলের পথ

* * * * * * * * * *

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা পাবে—ওর শরীরটা সারবে এখন।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চাল্‌তেতলা, নদীর ধার, বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে-মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে বৈকালে দিদির সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন হইতেই উৎসাহে তার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। দিন গণিতে-গণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে? তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চল না! আমরা রেল-লাইন পেরিয়ে যাব এখন।

সেবার তাদের রাঙী-গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় দুই-তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা, সে যে অনেক দূর! সেখানে কি করে যাবি।

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি? কে বলেছে তোকে? ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো!

অপু বলিল—কাছে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় যদি, চল্ গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, বোধ হয় যাওয়া যাবে না! কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসবো কি করে?

তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল; লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই, গিয়ে দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন। হয়তো রেলের গাড়ি দেখা যাবে এখন। মাকে বলবো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

প্রথম তাহারা একটুখানি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাইবোনে মাঠ-বিল-জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়—

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়, খানিক দূরে গিয়া

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা; এইখানে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে ও দুপাশে কেবল ধান-ক্ষেত-জলা আর বেতঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে পা পুঁতিয়া যায়। শেষে রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ের তলা হইতে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া-টানিয়া বাহির করিতে হইল। শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফিরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না। জলা ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল, তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবে সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচুমতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে-বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা-রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। শাদা-শাদা লোহার

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

খুঁটির উপর যেন এক সঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা ; যতদূর দেখা যায় ঐ শাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে। তাহার বাবা বলিল—ঐ দ্যাখো খোকা রেলের রাস্তা।

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন ?···উহার উপর দিয়া রেল গাড়ি যায় ?···কেন ?···মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন ?···পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না কেন ?···ওগুলোকে তার বলে ? তারের মধ্যে সোঁ-সোঁ কিসের শব্দ ?···তারে খবর যাইতেছে ?···কাহারা খবর দিতেছে ?···কি করিয়া খবর দেয় ?···ওদিকে কি ইষ্টিশান ?· এদিকে কি ইষ্টিশান ?—কিছুক্ষণ এইভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন চলিল।

শেষে অপু বলিল—বাবা, রেল গাড়ি কখন আসবে ? আমি রেল গাড়ি দেখবো বাবা ?

—রেল গাড়ি এখন কি করে দেখবে ? সেই দুপুরের সময় রেল গাড়ি আসবে, এখনো চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো। আমি কক্‌খনো দেখিনি, হ্যাঁ বাবা ?

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি করে দেখবে ? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে ! চল, আসবার দিন

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

দেখাবো। অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পেঁাছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন; বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। সে বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা সমাদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুর ঘাটে আসিয়াছিল; জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল—পুকুর-পাড়ের বাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কাঁচ হাতে কলা-বাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে কি বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেচ খোকা? অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে! বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা। প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে, সে চীনিয়া দৌড় দেয়। পরে সংকুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ি।

বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি? তুমি বট্‌ঠাকুরের গুরু-মশায়ের ছেলে বুঝি? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি পৃথক; লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে অতি সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস! তাহাদের বাড়িতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আল্‌না, রঙ-বেরঙের ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি! দু-একটা জিনিস সে ভয়ে-ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল!

এতক্ষণ ভালো করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বধূটির মনে হইল যে, এ এখনো ভারি ছেলেমানষ; মুখের ভাব যেন পাঁচ-বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর, অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই; এমন রঙ, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর-ডাগর নিষ্পাপ চোখ! অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কলকাতার রেল-পথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। একটি বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ—এত ঘি-দেওয়া যে আঙুলে ঘি মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর কখনো সে খায় নাই তো! মোহনভোগে কিসমিস দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিসমিসও থাকে না, ঘি-ও থাকে না!···বাড়িতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

করে দিতে হবে। তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা, ওবেলা তোকে করে দেবো। পরে সে শুধু সুজি কাঠখোলায় ভাজিয়া, জলে-সিদ্ধ করিয়া ও গুড় মিশাইয়া, একটি পুলটিসের মতো দ্রব্য তৈয়ার করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে। মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ তাহার মনে হইল—এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত!… সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মা জানে যে, এইভাবে মোহনভোগ তৈয়ারি করিতে হয়! সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব, তাই তাহাদের বাড়ি ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় না…

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ-প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা সেই বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া, জল ছিটাইয়া, অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা; বেশ টকটকে ফর্সা রঙ, বড়-বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। অমলার মা কাছে বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতে তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পর অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

সেদিন বৈকালে খেলিতে-খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া—আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল। অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে সাবধানে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই হয়তো কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া, গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার কাছে বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেল, অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় বড় মেম-পুতুল, মোমের-পাখি, শোলার গাছ—আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা থেকে সেসব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। কত নতুন-নতুন খেলার জিনিস। একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে চাও তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিবে। একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া দুহাতে খঞ্জনি বাজাইতে থাকে। সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া ; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐ রকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্ করিয়া মেজের উপর চলিতে থাকে ; অনেকদূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া!

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রঙের একখানা ছোট রাংতার মতো কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন? সোনার পাত দেখোনি? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রঙ কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার এ সব খেলনা কিছুই নেই···মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বীচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায়! তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেলনার ঐশ্বর্য যে কত বেশি, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি গভীর করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত, আর একটা রবারের বাঁদর—তুমি যেদিকে তাকাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করিত!

বধূর কাছে একজোড়া পুরনো তাশ ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাশের পরিত্যক্ত কাগজগুলি

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র, অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে-চাড়ে। রাণুদির বাড়িতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাশের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া-বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া প্রায়ই মারামারি হয়—বেশ খেলা!

সে তাশ খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-একদিন তাহার মা তাশ খেলিতে যায়। তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না। সকলে বলে—ও কিচ্ছু খেলা জানে না।

সে যদি একজোড়া তাশ পায়, তবে সে, মা আর দিদি খেলে। সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। খুব ছোট্ট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও লেবু কেন? নুন-লেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা-আলাদা বাটি!—উঃ, তরকারিই বা কত!

অত বড় গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য? লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপ-কথার দেশের নীল বেলা আবছায়া দেখা যায়।

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ি আসিল।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

এই তো মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন ভালো রকম জমে নাই। অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনা খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া করে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্‌খনো তার সঙ্গে ঝগড়া করব না, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক !···বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী সর্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে।···রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকার রেলগাড়ি যায়। মাটির আতা, পেঁপে, শশা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল। সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনি বাজাইতে শুরু করে! তারপর অমলা-দি। কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুল ভরা বিল—কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া। সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারে কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ-চিঁড়ে-বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। কোনটা

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

ফেলিয়া সে কোনটার গল্প করে? রেল-রাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার-বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুলি দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ি দেখতে পেলি? গেল? না—রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। এটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেল রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত, কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে-সঙ্গে কি একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল ও দুইদিক হইতে দুটো কাঠির মতো কি উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল—কিছু ভালো করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পক্ষণ পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বা রে? আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনো মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়! কক্‌খনো

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ি ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া-বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্টসুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন-বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি।

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস? কি হয়েছে?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত-পা ছড়ে যায়নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মতো? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে? আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্‌ভুট্‌টি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু! দেখিচি কি পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েছে—টেলিগিরাপ কি ফেলিগিরাপ? আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো?

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ, কি ভীষণ হৃদয়হীনতা। আগে-আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে, অবশ্য যদিও তাহার ভ্রান্ত ধারণা অনেক দিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে একটা নিষ্ঠুর, পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আম-বাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহুকষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল—এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে—সব ঠিকঠাক, আর কি না···ওঃ···।

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল; এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়ে তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না, যাও—কক্‌খনো খাবো না। তাহার মা বলিল—না-খাবি না-খাবি যা, ভাত খেয়ে একেবারে রাজা করে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না। না খাবি যা, দেখবো খিদে পেলে কে খেতে দ্যায়? বাস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠালবীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মতো উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত-সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস অমন করে, কি হয়েচে? ও অপু, শোন্—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যতসব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড়-মাস কালি হয়ে গেল! কী এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেছে, আসছি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না। না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়। সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস-নয়নে ওপাড়ার পথে রায়দের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত, তবে সে কখনোই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত আবার তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেল রাস্তার তার!

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ির উঠোনে, চল রেল-রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

—আমি নিজে টাঙালাম! দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল।

সতু বলিল—তুই খেলগে যা, আমি এখন যেতে পারবো না।

অপু মনে-মনে বুঝিল বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশমুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি, আমি আর দিদি খেলবো এখন। পরে সে প্রলোভনজনকভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো খাতাবি নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিয়াছিল—এত করিয়া বলিয়াও সতুদার মন ভিজিল না!···

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইঁট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বন-জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে। দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলুর ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচিচড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব-লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিল; আনিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল।

অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভালো বালি আছে, মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে; সেই বালি চল্ আনিগে—শাদা চকচক কচ্চে—ঠিক একেবারে চিনি!

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল! খুব উঁচু একটা বন-চট্‌কা গাছের আগ্‌ডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড়-বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নিচের দিকের লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল। পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে যেন তাহার নজরে পড়ে।···

পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, দ্যাখো না, কি রকম দোকান হয়েছে। কেমন ফল এই দ্যাখো; আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম। কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল—ও তো মাকাল-ফল, আমাদের বাগানে কত ছিল!

সতু আসাতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল; সতুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড় একটা আসে না। তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলায় ছেলেমানুষিটুকু যেন কতকটা ঘুচিয়া গেল।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে।

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ কি? তোমরা তো হলে কনেযাত্রী—সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাবো। সতুদা, রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন চন্দন বেটে রাখে, কাল সকালে নিয়ে আসবো—

দুর্গার কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কি যেন তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল; সঙ্গে-সঙ্গে অপুও—ওরে দিদিরে, নিয়ে গেলরে—বলিয়া, তাহার রিনরিনে গলায় চীৎকার করিতে-করিতে সতুর পিছনে-পিছনে ছুটিল। বিস্মিত দুর্গা ভালো করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল-ফল তিনটির একটিও নাই।

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল—সতু গাবতলার পথে আগে-আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু-পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন-চার বৎসরের বেশি; তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা শক্ত। তাহার

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে, তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে, সতু গতিবেগ কমাইয়া একবারটি নিচু হইয়া যেন পিছন ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে-সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। পরক্ষণে সতু ছুটিয়া চাল্‌তে-তলার পথে পড়িয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পেঁাছিয়াছে। অপু একটু সামনের দিকে নিচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে। দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু?

অপু ভালো করিয়া না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দুহাত দিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি; চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্ সর্ দেখি, ওরকম করে চোখ রগড়াসনে; একটু তাকা দেখি! অপু তখনি দুহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উঁহু দিদি, চোখের মধ্যে কেমন কচ্ছে—চাইতে পাচ্ছিনে, আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি!

—দেখি-দেখি, ওরকম করে চোখ রগড়াস্‌নে—সর্···পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল। দুর্গা তাহার দুই চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

দেখতে পাচ্ছিস্ তো? আচ্ছা, তুই এখন বাড়ি যা, আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব বলে দিয়ে আসচি—রাণুকেও বলবো। আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো! তুই যা, আমি আসচি এক্‌খুনি।

রাণুদের খিড়কির দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজ-ঠাক্‌রুনকে সে ভয় করে, খানিকক্ষণ খিড়কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল—অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচ-কাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; অত সাধের ফলগুলি গেল, তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ জব্দ করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল, সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস নে অপু। আয়, তোকে আমার সেই কাঁড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়! চোখে কি আরো ব্যথা বাড়ছে? দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস্?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠাবাড়ির

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রঙের সেকালের বেতের পেঁটরা, কড়ির আলনা, জলচৌকিতে ঘরা ভরা। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাকে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সবসুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরনো জিনিসের কেমন একটা পুরনো-পুরনো গন্ধ বাহির হয়। সেটা ঠিক কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু তাহা যেন বহু অতীতকালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সেই অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ কাঠের বড় সিন্দুকটা ছিল। ওই যেখানে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলে-মেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!···

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়, তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া, দিনের আলোয় পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, সেগুলি তাহার ঠাকুর-

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

দাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের ; তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নিচে নামাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারের জানলাটায় বসিয়া সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে। সে নিজেই খুব ভালো পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায় —অনেকটা বুঝিতেও পারে।

পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। তাহার বাবা মাঝে-মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়। রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে—পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো।

বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন। দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়েস হবে, দু'-তিন খানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বাস করবে না, এখনো ভালো করে অক্ষর চিনলে না! বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। ঐ যে ক'দিন আমি আছি রে বাপু, তারপর চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠি ধরতে হবে।

পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে ভাবে—ওকি তোমাদের হবে ? করলে তো চিরকাল সুদের কারবার! হলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে। বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেননি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায় ?···

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

তাহাদের ঘরের জানলার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপার হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানলায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে-ওগাছে দোদুল্যমান কতরকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নাচ। বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটুওলের সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বন-জঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ-বন অফুরন্ত ঠেকে। সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ-বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই! শুধু এই রকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো, থোলো-থোলো বন-চালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের-ওগাছের তলা দিয়া বনকলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে-চলিতে কোথায় কোনদিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে; শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে।

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরনো পুকুর আছে, তারই পারে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা। এক সময় কি বিষয়ে সফল-মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন; তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে, তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আর কখনো ফিরিবেন না। সে অনেক কালের কথা। বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই?

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিনগাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন, সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

অল্পদিনের মধ্যে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে। বলে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দ তলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপুজো করে। ···কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারে শীত ও সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল।···এই ঘটনার দিনকয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার অপু শুনিয়াছে। জানলার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—হঠাৎ সেই সময় যেন—

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ি পরনে, হাতে-গলায় মা-দুর্গার মতো ঝকমক করিতেছে হার আর বালা।

—তুমি কে ?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভালো ছেলে, কি বর চাও ?···

দুপুরবেলা কোনো-কোনো দিন সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক-একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্ত-মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে। কোনো বটগাছের মাথার উপর হইতে গাঙ-চিল টানিয়া-টানিয়া ডাকে—

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না ; ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নেই। জানলার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা ! নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর ; গুলঞ্চলতার তার টাঙানো—খেজুরে ডালের ঝাঁপ। বনের দিক হইতে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়, রাঙা রোদটুকু জেঠামশায়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবু গাছের মাথায় চিকচিক করে, চকচকে বাদামী রঙের ডানাওয়ালা তেড়োপাখি বনকলমী-ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে। তাজা মাটির গন্ধ—ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে। কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে কি সে আনন্দ ?···

BanglaBook.org

Scanned with CamScanner